প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৬৭
সেপ্টেম্বর, ১৯৬০



প্রকাশক
জে. এন. সিংহ রায়
নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক
পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়
এভারেষ্ট প্রিণ্টার্স
৫৯-এ, বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ
খালেদ চৌধুরী

'শুদ্ধ সীমায় যেতে' প্রকাশিত হলো যে কয়েকজন বন্ধুর উৎসাহে এবং একান্ত সহায়তায় তাঁদের স্মরণ করা প্রথম কর্তব্য বলে মনে করি। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, অমল দাশগুপ্ত, প্রদ্যোৎ গুহ, বিশেষত দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্য ছাড়া এই বই প্রকাশিত হওয়া সম্ভব ছিল না। আমি 'শুদ্ধ সীমায় যেতে' তাঁদের নামের সঙ্গে যুক্ত করলাম।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নানাভাবে এবং মৃগাঙ্ক রায় কবিতা নির্বাচনে সহায়তা করেছেন। উভয়ের কাছে আমি ঋণী।

খালেদ চৌধুরী প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন বলে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

কয়েকজন বন্ধুকে

দিনের মুখ

ঘুমিয়ে	৩
দুজনে	৪
এই রাত্রি	৫
হৃদয় জ্বালায়	৬
হৃদয়ের পাপ	৮
কয়েকটি দৃশ্য	৯
আয়নায় মুখ	১৩
সমারোহ	১৪

তরঙ্গে

রাত্রির চাউনি	১৭
অভ্যেস	১৮
তরঙ্গ	১৯
ভাস্কর	২১
একটি বিচারের দিন	২২
লুমুম্বা	২৬
এই অন্ধকার	২৭
দিনের পাথর	২৮

রাত্রির মুখ

দৃশ্য প্রবাহ	৩১
চিত্রপট	৩২
তুমি যেন পারো	৩৪
কালের ছবি	৩৫
প্রতিবিম্ব	৩৬
শুদ্ধ সীমায় যেতে	৩৭
পরিধি	৩৯
পবিত্র নীলিমা	৪০
সংলাপ	৪২
সময়	৪৭
মেলায়	৪৯
স্মৃতিতীর্থে	৫০
প্রতিবেং	৫১
কেউ পরিচিত মুখ	৫৩
সময়চিত্র	৫৪
বিকেল পেরিয়ে	৫৫

ভাসাই দিনের মুখ জলে :
ভেসে যায় ভোরের পল্লব—
অন্যতটে তরঙ্গে অতলে
অন্যভূমি, ভিন্ন অনুভব।

রাত্রির শিয়রে সেই নদী
জলবায়ু নোনা গন্ধে ভারি
ঢেউ ভাঙে পুরনো বসতি
কতদূর তটলগ্ন খাড়ি!

ভাসাই দিনের মুখ জলে :
ভাসাই রাত্রির মুখ, তারা
অন্যতটে তরঙ্গে অতলে
প্রবাহের তীরবর্তী কারা!

দিনের মুখ

ঘুমিয়ে

নীল সমুদ্র উঁচু পাহাড়
প্রান্তর ডাকে কি জন্য !
গলে নদী হলে মন-তুষার,
মাটি ফুলে ফুলে অরণ্য।

ফুল ঝরে যায় সারাদিন :
ছায়া শুয়ে থাকে পা মেলে।
তার ছিঁড়ে যাওয়া ভায়োলিন
ডানা ঝাপটায় বিকেলে।

পাখি ডানা ঝাড়ে সারা রাত।
পাখার পাতার শব্দ ;
আহা, মোম জ্বালে সাদা হাত
সারা রাত নিস্তব্ধ।

রাত ভরে ওঠে ঘাসে ঘাসে
ছুঁয়ে দেখি ভিজে ক্লান্ত,
ঘুমিয়ে আমারই পাশে সে
পাথরের মতো শান্ত।

দুজনে

ছেলেটির রঙ দুধে আলতার মতো
মেয়েটির চোখ চঞ্চল আর কালো,
দু-জনের ছায়া কাছাকাছি অন্তত
ফোটাবে গভীর তৃতীয় দিনের আলো।

ছেলেটির গান অথই নদীর ঢেউ
মেয়েটি গভীর মুগ্ধ জলের দিঘি,
যেতে যেতে ঠিক খুঁজে পাবে ওরা কেউ
আঁচলের গিঁঠে একটি রুপোর সিকি।

ছেলেটি কিনবে চৈত্রমেলার বাঁশি :
মেয়েটি তুলবে অতসী বনের ফুল,
নদী বয়ে যাবে সময়ের পাশাপাশি—
হাওয়া খুলে দেবে অন্ধকারের চুল।

ছেলেটি উঠবে পাহাড়ের খাড়া পথে,
মেয়েটি মাটির ঠাণ্ডা জলের ধারা—
জলপাইবন পার হয়ে যেতে যেতে
দুজনের চোখ অন্ধকারের তারা।

এই রাত্রি

নেবানো উনুনের পাশে উপুর-করা বালতি।
ঝাঁপতোলা দোকান
ভাঙা দেয়ালের গা ঘেঁষে তন্ময় নিঃসঙ্গতা :
ভেজা গাছ-গাছালির গন্ধ আর অন্ধকার,
রাস্তার খোঁচে জমা বৃষ্টির জল—
ঠাণ্ডা হাওয়ার হাতে পুরনো ভালোবাসার স্বাদ।
কেউ জেগে, কেউ ঘুমিয়ে, কেউ চোখ বুজে
কতরকম মনের চিন্তা ভাবনা।
চোখ মেলে তাকালে খানিকটা দেখা যায়—
দৃশ্যগুলো একে একে সামনে আসে।
মুখোমুখি দাঁড়াতে সাহসের দরকার :
আর লেগে থাকার সংকল্প।
মনে মনে অথবা দু-একজনের কাছে বলা যায়
এমন সব কথা—
কারো কাছে বলা যায় না এমন সব কথা—
আর এই রাত্রির গভীর অতল অন্ধকার, বিস্ময়

আমার চোখ ঘুমের দিকে পিঠ ফেরায়।

হৃদয় জ্বালায়

তিমির লগ্নে আকাশ আলোকময় :
পুরনোপাত্রে বাষ্পবিলীন জল
গান থেমে আসে, থামে না অবক্ষয়
তারায় তারায় সীমান্ত উজ্জ্বল !

সে গানের কলি মনে কবে এসেছিল—
ভুলে গেছি তার দিন ক্ষণ বেলা মাস,
নিরবধি কাল রাখবে কি একতিলও
স্মৃতির মাঠের একটি কোমল ঘাস।

তবু মনে আছে প্রতিবেশিনীরে আজো
ভুলতে পারি নি একটি দণ্ড ক্ষণ,
হে দূরভাষিণী নিশিদিন শুধু বাজো
বাজাও বাজাও দুহাতের কঙ্কণ।

বিদায় নিয়েছে বিদায়ের শেষ দিন
স্থিত প্রান্তর প্রবল আগুনে পোড়া
উত্তরে হাওয়া মেঘে মেঘে উড্ডীন
ছোটায় রথের ক্লান্ত বাদামী ঘোড়া।

রাত্রি ঝরায় হিমের বাষ্প ধুলো,
বর্শা বিঁধেছে কত ইচ্ছার পাখা—
খসে খসে পড়া ধূমায়িত তারাগুলো
এখনি জড়াবে শূন্য গাছের শাখা।

ছায়া জমে জমে গভীর ঠাণ্ডা বুক :
পাতা ঝরে ঝরে রিক্ত, রঙিন গাছ।
রোদ দিয়ে দিয়ে নিঃস্ব আলোর মুখ
মাঠে মাঠে বনে অন্ধকারের নাচ।

বৃথাই কামনা, বিফল মুষ্টিযোগ
দিনে দিনে শুধু জমে ওঠে ক্ষয়ভার
তবু কেন ভুলে স্মৃতির কঠিন শোক
হৃদয় জ্বালায় নিবে-যাওয়া অঙ্গার।

হৃদয়ের পাপ

টেলিফোনে কথা হয়। মাঝে মাঝে দূরভাষী ছবি।
পড়ন্ত রোদ্দুরে পোড়ে মুখ। নীরায় এস্প্রেসো কফি
ক্বচিৎ কখনো। তারপর নিরাশ্রিত। উলঙ্গ ভিখিরি
প্রমত্ত কি অপ্রমত্ত, চতুর্দিকে ব্যবহৃত সিঁড়ি
কোলাহল, কলরব, ম্যাণ্ডোলিন, বাঁশি। কী বিরক্ত বুকের নিঃশ্বাস!
অন্ধকারই অন্বেষণ। কেননা সেখানে যার বাস
চিরকাল সে আত্মীয়-শুভানুধ্যায়ীর মতো
আশ্রয় দিয়েছে যত্নে। বৃক্ষগুলি প্রহরী সতত।
হৃদয়ে আকীর্ণ উক্তি। প্রবৃত্তির নিম্ন মধ্য চাপ
পদ্ধতি প্রয়োগ বিনা অর্থহীন নিভৃত সংলাপ।
কেন কেন? কিবা লভ্য? বারবার কী?
কৈশোর প্রান্তর পটে একঝাঁপ উজ্জ্বল জোনাকি।
আমাদের দ্বৈত ছায়া, স্পৃহা, সঙ্গ, দীর্ঘ অধিকার
ঘুরে ঘুরে থামা, চলা, দেখা আর সর্বত্র যাবার
পরিশ্রম আবর্তিত। কখনো দিয়েছ সেই ক্লেদজন্মসুখ
বিস্মিত কি বিজয়িনী, ক্ষণকল্প প্রতিচ্ছায়া মুখ
আমি তুমি অন্ধকার দগ্ধ দিবা তাপ
তোমাকে পেরেছি দিতে হৃদয়ের সর্বাধিক পরিণত পাপ।

কয়েকটি দৃশ্য

রোদ্দুর

সকালের হাত ধরে হেঁটে যায়
উদ্ভাসিত শিশুর উদ্যান।
গাছে পাখি টিয়া কি টুনটুনি।
হাওয়ার তরঙ্গে ভাসে বিচিত্র ফড়িং।
মাটিতে রোদ্দুর পাতে ভোর।
সময়ের চিহ্নগুলো একে একে ধ্বনির সংকেত :
শুভংকরী, পরস্তাব, পুঁথি
পড়ায় বিরতি পর্ব—
স্লেট, বই, নীল খাতা, সবুজ পেন্সিল।
দু-চোখে পাহাড় মগ্ন, স্বপ্ন নদীমালা
প্রান্তর পেরিয়ে পথ, সেতুবন্ধ শেষে
দূর দৃশ্য ধাবমান কঠিন শহর।
ভীষণ জটিল রাস্তা পার হয়ে হয়ে
লাল সিঁড়ি আশ্চর্য ঘরের দিকে মুখ।
সেখানে যেতেই হবে—
সেখানে চুম্বক এক ক্ষমতা ডেকেছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

এঁটো বাসনের পাঁজা পোড়ে :
এ রোদ্দুরে দুপুর শুকায়।
পাঁচিলে নিঃসঙ্গ কাক
লাল ধুলো বাতাসের কাঁচে।

কোনোদিকে কেউ নেই
শূন্য কুয়োতলা—
বুকে হেঁটে চলে যায় ক্ষিপ্র তীব্র সাপ।
কত নিচে নেমে গেছে জল!
কত নীচে জলের শীতল স্রোত, ছায়া!
উদভ্রান্ত রমণী তার স্তন ধোয় জলে।
জলে ধোয় দেহ-দ্যুতি
বাহু, মুখ, জানুর উত্তাপ।
বিষাক্ত সুন্দর সাপ রৌদ্রের জঙ্গলে ফণা ঘষে।
কোল পাতে মৃত্যু সহোদরা।
ভেজা চুলে হাত রাখে ঘুমপাড়ানী মাসী।
গভীর দিঘির মুখ, স্বপ্ন, জল, ধূ ধূ শূন্য বালি।
বিষাক্ত সুন্দর সাপ, ফণা ঘষে, ফণা ঘষে খালি

ঘুড়ি

ছায়ারেখা দীর্ঘ হয়
অতিকায় প্রতিবিম্ব গাছ।
রহস্য দিঘির জল কাছে আসে,
সরে যায় ক্রমশ দূরের দিকে—
মুখমালা, স্মৃতি
দূরাগত নদী, জলধ্বনি।

ছেলেটি গুটিয়ে নেয় সুতো :
প্রকাণ্ড লাটাই তার দ্রুত দক্ষ হাতে
জমে ওঠে হলুদ রোদ্দুর।
ঘুড়িটা মিলিয়ে যায় রাতে।

মেয়েটি দুচোখে দেখে, হাওয়া
ঘুড়িটা কোনদিকে যায়, রোদে—

জলে না ছেঁড়ে না বেঁকে
মেয়েটি দুচোখ ভরে দেখে।

আস্তে আস্তে বুজে আসে মুখ :
আচ্ছাদন আলোকিত করে যার হাত
সে এখন সর্বময়, প্রবল প্রস্তুত
চতুর্দিকে পরিণাম, অদৃশ্য প্রপাত।

ছায়ালোক

যেদিকে ফেরানো মুখ
সেদিকে কে আছে ?
কোনোদিন গৃহমণি জ্বালবে কেউ
সন্ধ্যামণি ফোটাবে বাগানে ?
শঙ্খে দেবে ফুঁ ?
পা ডোবানো দূষিত কর্দমে
উপদ্রুত অঞ্চলে যেন বা
ভীষণ আহত, পঙ্গু
দেহ অংশ ছিন্ন, ছারখার
সত্তায় আশ্রিত এক পবিত্র বিগ্রহ।
দূর স্রোতে ভেসে যাই—
আস্তিন গোটানো হাত, ঘামেভেজা জামা
চোখে কার প্রতিবিম্ব ?
ধ্বনি, প্রতিধ্বনি, শব্দ, ছায়ামূর্তি কার।
অন্ধকারে ঝাপসা ঝাউ
মেঘে ঢাকা তারা।

রাত্রির ভেতর

নিহত বৃক্ষের শব
ছিন্ন শাখা, ওপড়ানো শেকড়

উলঙ্গ অগ্নির স্পর্শে
সেঁকে নাও শীতল পাথর।

মুখের অঙ্গার জ্বালো
স্মৃতি জ্বালো, জ্বালো ঠাণ্ডা চোখ
সময় প্রবাহ তুমি
প্রক্ষালিত করো নষ্টলোক।

কতদূর হৃদয় পরিধি !
নিহিত বিষাদ চিহ্নগুলি
একে একে দূরলগ্ন স্মৃতি
মৃতবৎসা, বিগত গোধূলি।

তারামণ্ডলের দিকে চোখ রাখে কেউ
কেউ পোড়ে অভিজ্ঞ আগুনে।
ভাসমান মৃতচ্ছবি, নিমজ্জিত কেউ
পল্লবিত পাদপের আপাত ফাল্গুনে।

আয়নায় মুখ

আয়নায় ত্রিকোণ মুখ। শোকার্ত ত্বকের রেখা জ্বলে।
ক্ষয়ের অথই শূন্যে সে অতীত পরিত্যক্ত গুহা,
স্মৃতি সেতু অন্ধকার ; গভীরতা গাঢ়স্বর জলে
বর্ষার দুর্বার নদী ধাবমান তরঙ্গে আত্মহা।

সে কেন নিশ্চিন্ত তবু! ক্লেদ, ক্লান্তি, নশ্বরতা তার
লালিত গর্হিত স্বপ্নে। অগ্নিময় নিবন্ত আয়নায়
দগ্ধ দেহ, দগ্ধ পরিণাম। প্রতিচ্ছবি নিঃসঙ্গ তুষার
হরিৎ শস্যের বর্ণ হেমন্তের অশ্রুর পাতায়।

থামবে না কখনো তুমি তারাময় তরঙ্গের গান :
হে সময়, অন্ধকার স্রোতমগ্ন নদী—
হে আকাশ, জলধারা, হে শুভ্র পাষাণ
আমাকে যা দিলে দিও, তাকে তুমি মুক্তি দাও যদি!

সমারোহ

আয়োজনে ত্রুটি নেই, সমারোহ নির্ভুল গণিত
খুঁজে আনি অরণ্যের গন্ধ-কাঠ, সাজাই পরিধি
নীলিমায় ন্যস্ত করি উড্ডীনতা, রৌদ্রের মঞ্জরী
প্রবল মধ্যাহ্নে ঝরে, তাপে কাঁপে উজ্জ্বল বাতাস।

ধৌত করি মনোভূমি, জলস্রোতে ভাসাই পল্লব
যুক্ত করি অভিলাষ, বোধ, বর্ণ একাগ্র বিন্দুতে
দিন জ্বালি, রাত্রি ঢালি, ভোরবেলা অশ্রু সরোবরে
মুখ রাখি, স্মৃতি-দেহ উন্মোচিত করি অন্ধকারে।

ছিন্ন করি নিদ্রার পালক। প্রতিচ্ছবি দেখিনা কখনো
দু-দিকে মূর্তির ছায়া, পদধ্বনি, অতর্কিত রোল
কত কাল রক্তে রোগ নিরাময় করবে না স্বভাব
কত কাল এ জলন্ত ক্ষতচিহ্নে তোমার উজ্জ্বল অবহেলা!

নিত্য এই মুখচ্ছবি, নিত্য এই নিষ্ফল পাথার।
প্রত্যহের প্রতিধ্বনি প্রত্যহ মিলায় অন্ধকারে—
রক্ত ঝরে কণ্ঠে, বুকে বেদনার নিভৃত পাহাড়
অনসূয়া, কেন আয়োজিত এই নিপুণ দুর্গতি।

তরঙ্গে

রাত্রির চাউনি

উস্কে দিলেই হয়।

অতল রাত্রির চাউনি কখন নিবে যাবে
মোড়ের দোকানে নানা রঙের কাচের ঝুলন্ত চোখ
আর সন্ধে থেকেই মুরগির ডাক :
কক্কর কো, কক্কর কো, কো কো কো।
আশেপাশে বিপজ্জনক মই
মাটিতে পড়ে থাকে বীভৎস নাড়ীভুড়ি আরো কি সব
বিচ্ছিন্ন সায়ার অংশ, যা জটিল আর সূক্ষ্ম
আর দোকানে দোকানে ডিমভাজার গন্ধ
চারদিকে সেলুন আর লণ্ড্রি আর পুতুল
জলের রঙ, বরফের রঙ, আর বাতাস
একটা কাঠের নদী যেন বয়ে যাচ্ছে।
তার দুদিকে বালুর গর্ত, বাদামী মুখ
আর হাতে মাংস, মাংসের হাত, চোখ, মহিমা
অথচ পায়ের নিচে জল
মাথার একটু নিচেই চোখ
চোখের দুপাশে কান

কানে শব্দ, গভীর ঢেউয়ের গর্জন।

অভ্যেস

বেশিরাত করে বাড়িফেরা অভ্যেস
ঘুম প্রার্থনা নিয়মিত অভ্যেস
ঘুরে ঘুরে ঘুরে বেড়ানোটা অভ্যেস।

আলো নিবে যায় প্রতি রাত্রেই
চায়ে বা কফিতে কখনো না নেই
কারো কারো কাছে কেউ কেউ খুব প্রিয়
বাঁধানো ছবিতে দু-একটি মুখ অবশ্য স্মরণীয়

দুর্বাঘাসের সজীবতা আছে
ক-জন বন্ধু থাকে কাছে কাছে
তীব্র আলোয় সঙ্গীরা শোকাবহ
বিষাদ নিয়ত, বিষাদিনী প্রত্যহ।

বিস্ময় হীরা এবং ক্রমশ দুর্লভ
বৃক্ষ, বাতাস জলধারা মুখপল্লব
সময় আঁচড়ে দু-একটি মুখস্মৃতি
ভোর ভালোবাসা তৃষ্ণার ছায়া তাপ।

পায়ে পায়ে হেঁটে শহর প্রান্ত শহর
জটিল জানালা কোরকে কোরকে ব্যাধি
আবর্তে ঘোরে অন্ধ আবিল শহর
সুখ সমারোহ আসঙ্গ শোক খ্যাতি।

নিশিরাত করে বাড়িফেরা অভ্যেস
ঘুম প্রার্থনা নিয়মিত অভ্যেস
ঘুরে ঘুরে ঘুরে বেড়ানোটা অভ্যেস।

তরঙ্গ

রৌদ্রশহরে শ্বেত মিনার
কোথায় মেঘের স্থাপত্য
শূন্যে বিলীন বনলীনার
অপাপবিদ্ধ প্রার্থনা।

অপার রাত্রি প্রগল্‌ভ
তারায় তিমিরে পুঞ্জিত
গুহাচিত্রের সে গল্প
তরঙ্গময় তুষার দেশ।

চোখের প্রবাহ আবহমান
আহা, জলন্ত স্রোতের দিন
শ্রাবণ স্মৃতির শিকড়ে টান
জলের মুকুরে বিম্বিত।

বৃষ্টিধারার অতল রঙ
ধূম্র নদীর কজ্জলে
শুদ্ধ সুদূর অম্বরম্‌
তড়িৎ শিখায় চিহ্নিত।

অন্ধ এখনো অন্ধই
বধির শোনে না দিব্যস্বর

দুয়ার যখন বন্ধই
পুরনো প্রয়াস নিরর্থক।

কি দিয়ে ভোলাবে যন্ত্রণা
শিখায় পুড়বে পতঙ্গ।
তুমি অমর্ত্য প্রার্থনা
আমাকে জ্বালায় তরঙ্গ।

ভাস্কর

কান্নায় বধির হও, অন্ধ করো চোখের পলক :
হানো তীব্র তীক্ষ্ণ ক্রোধ অবিরাম পেশীর প্রহারে,
নির্মম দয়ার ধ্যানে তরঙ্গিত রক্তের ঝলক,
আনো রূপ রূপান্তরে সুকঠিন বস্তুর পাথরে।
ফোটাও ত্রিকোণ-স্পৃহা, চোখে দাও মায়াবী কাজল-
গ্রীবার মোহন ভঙ্গি, দীর্ঘ করো বাহুর বন্ধন
অপরা নৃত্যের মুদ্রা আন্দোলিত করো জলস্থল
স্পর্শের আগুনে জ্বালো দুটি শুভ্র বেদনার স্তন।

জ্বালো ধূমায়িত মুখ, প্রবাহিত করো স্বচ্ছ কটি :
তিনদিকে মৃত্যুর দ্বীপ, অন্ধকার জঙ্ঘার খনিতে
স্থাপিত শিখার শিলা। তরঙ্গের জলধারা নটী
লাফাও শোণিত বিন্দু ধাবমান প্লুত ধমনীতে।
লুটাও স্বপ্নের শক্তি পরিণামে পূর্ণ সমর্পণে
লুটাও পৌরুষপ্রিয় জন্মান্তরে সৃষ্টির চরণে।

একটি বিচারের দিন

রাত্রির আকাশ কাঁপে। মুখ ঢেকে পড়ে আছে রিক্ত শূন্য মাটি
এ বছর হয়নি আবাদ।
ওঠেনি কনকধান, অনাদরে শুকিয়েছে চারা
লোহার শেকলে বাঁধা দুটি শক্ত ঋজু দীর্ঘ হাত
চারিদিকে বন্দুক পাহারা।
মুখ ঢেকে পড়ে আছে রিক্ত শূন্য মাটি
চলো পথ হাঁটি।

পায়ে পায়ে চলো হাজার হাজার
বেশি দেরি নেই দশটা বাজার
পায়ে পায়ে চলো, দেরি নেই আর
ওকে কোলে নাও, ওর হাত ধরো
কলকাতা বড় ডাইনী শহর
চলো পথ চলো বাঁদিকের পথ
ওকে কোলে নাও, ওর হাত ধরো
কলকাতা বড় ডাইনী শহর
চলো পথ চলো বাঁদিকের পথ
এটা ডাকঘর, ওটা আদালত
চলো পথ চলো বাঁদিকের পথ
পায়ে পায়ে চলো, চলো।

মেঘে মেঘে শ্রাবণের থমথমে আকাশ
বৃষ্টি পড়ে ঝুপঝাপ। কখনো বা হাওয়ার নিঃশ্বাস

কাঁপায় গাছের পাতা। আসা-যাওয়া ব্যস্ততার মোহনায় ফটকের কাছে
লটারি টিকিট নিয়ে কয়েকটি ভাগ্যহীন মূর্তি বসে আছে
দেবদারু গাছের তলায়। ওদিকে মাঠের ধারে ধন্বন্তরী তামার কবচে
শোনা যায় সব দুঃখ ঘোচে।

বাদী ফরিয়াদী আসামী উকিল
কি ভীষণ ভিড়, হল্লা মিছিল
কোথায় দাঁড়াবে? একতিলও
নেই জায়গা। ফালি ফালি লম্বা বারান্দায়
থুতু, পিক, পোড়াবিড়ি জলে ও কাদায়
নোংরা নরক। অসহায় বিধবার জমি
মিথ্যে দায়ে ডিক্রি হবে হয়তো এখনি
নিঃসম্বল অর্জুনের ছেলে
রক্তচোখে চলে যাবে জেলে
রাহাজানি খুনের মামলায়
বেকসুর মুক্তি পাবে বোধিসত্ত্ব রায়
এঘর ওঘর ঘুরে নিমাই-এর অন্ধ বুড়ি মা
কান পেতে শুনবেই ছেলে তার কোনোদিন ঘরে ফিরবে না
এয়োতির লাল চিহ্ন মুছে ফেলে চেরা সিঁথি থেকে
যশোদা শুধাবে শুধু—'অপরাধী, অপরাধী কে?'

মাথার ওপরে মৌসুমী মেঘ
আনচান মনে ভয় উদ্বেগ
বুকে তোলপাড় চোখে উদ্বেল দৃষ্টি
ঝুপ ঝুপ ঝরে ঘন শ্রাবণের বৃষ্টি।
জ্বালা করে চোখ, ঝাঁ ঝাঁ করে কান
থর থর করে আবেগের টান
বুকের আঁচলে চোখের শ্রাবণ রুদ্ধ
দিকে দিগন্তে মেঘ গর্জায় ক্রুদ্ধ!

হঠাৎ কি ঝড় এলো ? হঠাৎ কি তুমুল সংকেতে
ভগ্নকণ্ঠ কলরোল, তারস্বরে তীব্র হুঁশিয়ারি
সৈন্য এলো, নানা অস্ত্র, বেয়নেট বন্দুকধারী
'সরে যাও, দাঁড়াবে না, উঠে পড়ো, হটো'—
সে আদেশ শুনে যেন কাঠের কপাটও
সরে গেল। ভীত, স্তব্ধ কোলাহল, শব্দহীন ভিড়ে
হাওয়ার তরঙ্গ ভেঙে যেন কোন সমুদ্রের তীরে
থেমে গেল জালে বাঁধা রহস্যের গাড়ি।
দাঁড়াল প্রস্তুত হয়ে দশদিকে একাগ্র প্রহরী
কার জন্য ? কারা ? ওরা কারা ?
কে যেন উঠল কেঁদে—ওঠেনি কনকধান অনাদরে শুকিয়েছে চারা
লোহার শেকলে বাঁধা দুটি শক্ত ঋজু দীর্ঘ হাত
চারিদিকে বন্দুক পাহারা।

বাইরে থামেনি বৃষ্টি, চোখের পল্লব, পাতা, নত
রক্ত ঝরে রক্ত ঝরে অন্তরের ক্ষত
কে এসে থামল কাছে, চঞ্চলতা মেলে
'দুটি কথা বলব কী আমি
ও আমার ছেলে।'

তারপর পায়ে পায়ে চলে এলো সেও
কোলে তার অভিমন্যু, আহত বিস্ময়ে
মেঘেরা মেলালো দৃষ্টি বিদ্যুতের গায়ে।
'দুটি কথা বলব কি আমি
ও আমার স্বামী।'

মুখে মুখে ছড়াল খবর
মুখে মুখে রোমাঞ্চিত জীবনের স্বর
ওর ছেলে, আর ওর স্বামী
ওরাই তো মামলার আসামী।

কতদূর কাকদ্বীপ! কতদূর সমুদ্রের বিদ্রোহী মুঠির
সবল পেশল ধাক্কা! মুখ বুজে পড়ে আছে রিক্ত শূন্য মাটি
এ বছর হয়নি আবাদ।
ওঠেনি কনকধান অনাদরে শুকিয়েছে চারা
লোহার শেকলে বাঁধা দুটি শক্ত ঋজু দীর্ঘ হাত
চারিদিকে বন্দুক পাহারা।
মুখ ঢেকে পড়ে আছে রিক্ত শূন্য মাটি
দিনশেষ হয়ে এলো
চলো পথ হাঁটি।

লুমুম্বা

আমার কথার সমস্ত শক্তি উদ্যত করেছি
আমার অনুভবের সমস্ত বেদনা তোমাকে ঘিরে
আমার হৃদয়ের সবটুকু কোমলতা তোমার নামের ওপর রাখলাম

মহৎ এক মৃত্যু যাকে অভিহিত করি অন্য জীবনের নামে
মহৎ এক জীবন যা শুদ্ধতার আলোকিত আবেগ
স্থির এক মুখ যা
পীড়িত, প্রবল, আফ্রিকা
তার চোখে, তোমার স্বপ্নের শিকড়ে
জল, জলধারা।

আমার দু-চোখে আহত অরণ্য, গলিত পাহাড়
ওথলানো নদী, আর বাদামী বালু আর সূর্য
আর তুমি, তোমার স্থির মুখ
আমি যেন আফ্রিকার স্পন্দিত মানুষ।

তোমার দেহের ক্ষত চিহ্নের দিকে আমি তাকাতে পারি না
প্রাচীন, পীড়িত, প্রবল তুমি—
আফ্রিকা
আমার কথার সমস্ত শক্তি উদ্যত করেছি
আমার অনুভবের সমস্ত বেদনা তোমাকে ঘিরে
আমার হৃদয়ের সবটুকু কোমলতা তোমার নামের ওপর রাখলাম।

এই অন্ধকার

এই অন্ধকার যেন উত্তাল বিশাল এক সমুদ্রের গাঢ় বিবন্নতা :
স্মৃতি কোনো অবলুপ্ত স্থাপত্যের জলমগ্ন সিঁড়ি
মধ্যাহ্নের সাদা বালু ঘিরেছিল রোদের উষ্ণতা
কী হারিয়ে ঝাউবন কাঁদে তারপরই !

এ নিঃসঙ্গ বালিয়াড়ি পা-বাঁধা উদ্যম
এ মৃত্তিকা সাপে কাটা বিষে নীল শিরা
কামনার চিতাভস্ম, একটুকরো পশম
নিঃশেষে ছড়ায় বিষ, দুরারোগ্য পীড়া।

দিগন্তে ঠেকায় পিঠ একদল উলঙ্গ পাহাড় :
হাওয়ায় জলের গন্ধ, হরিণেরা ডাকে
শালের অরণ্য থেকে ক্রোধবর্ণ পাহাড়ের ঘাড়
ফেরায় রক্তাক্ত চোখ। কাকে খোঁজে ? কাকে !

লাফায় হাওয়ার ঝর্ণা। বেঁকে ওঠে ধনুকের ক্রোধ
এক সারি তারার চোখে নিবন্ত আগুন
অন্ধকারে আঁকাবাঁকা বিদ্যুতের স্রোত
বিস্বাদ মাটির পিণ্ড জ্বালায় ফাল্গুন

কোথায় জলের শব্দ ? ধারালো থাবার বজ্র ঝড়
সে প্রপাত কতদূর তবে ?
বর্শা হাতে হে পাষাণ প্রদীপ্ত প্রহর
ঘুমন্ত বাঘের নদী পার হতে হবে।

দিনের পাথর

দিনের পাথর যেন তোলা যায় না, এতো ভারি, অসহ্য কঠিন
তবু তো আশ্চর্য হই, কি করে যে আধখানা দিন
সাজালে বিচিত্র হবে ভাবি ! প্রতীক্ষায় পুড়ে পুড়ে কবে
আলাদীন সে আশ্চর্য প্রদীপ জ্বালাবে।
জ্বলে না কিছুই তবু ; মুখস্থের মতো চেনা ঘরে
বাতাস ধোঁয়ার গন্ধে ভরে।
আর এই দিনে রাতে পায়ে পায়ে বিস্তীর্ণ শহরে
হেঁটে হেঁটে কে কোথায় যাবে
ফুল ঝরবে, পাতা ঝরবে, স্মৃতি ঝরবে রোদ্দুরের তাপে।
গল্পের বিচিত্র ঝাঁপি, তাকে এক জয়ী নীরবতা
নিয়তই ঘিরে থাকে। গলা থেকে আছড়ে পড়ে কথা
গরম কফির কাপ সামনে রেখে। ঠাণ্ডা হয় কফি
আর যা হওয়ার মতো একে একে হয়ে যায় সবি
আসে না সে অনির্বচনীয়।
একই সন্ধ্যা, জানা মুখ, গায়ের পুরনো গন্ধ ঘনিষ্ঠ স্মৃতিও
তোলে না জলের ঢেউ, ভেজায় না মাটি
চেনা দরজা বন্ধ হলে রাস্তা দিয়ে একা একা হাঁটি
নিবে আসে দৃশ্য দীপ, তবুও আবার
মনে হয় : হয়তো হবে, কিছু একটা, আর
কেউ আসবে, হয়ে হয়ে হবে
যদি কিছু না-ই হয়, তবে !

রাত্রির মুখ

দৃশ্যপ্রবাহ

রাস্তায় কি রেস্তোরাঁয় নিয়ত বিকেল হয়ে আসে :
কদাচিৎ বই কিনি, নিয়মিত বই পড়ি যদিও
ততোধিক নিবিষ্ট দর্শক। কেননা চার চোখে দেখি সবই।
লাইটহাউসে ছবি, রাস্তার রঙ্গিণী, মৃত কিম্বা মৃতকল্প মুখ।
নাকে যায় নানা গন্ধ, কানে নানা কথা
বাজারে গুজব রটে, অবিকল্প সায়াহ্ন ঘনায়।
পাথরের রাস্তাগুলো বাতাসের ওপর উঠেছে
আবার নেমেছে নিচে, ভীষণ নিচের দিকে, জলে ;
ফুল ফল পশু পাখি বিক্রি হয়। একা চিল ওড়ে।
হাতির দাঁতের হাতি শোকেস্ সাজায় !
সুখ, শোক, আহরণ, নানা চিন্তা, নানাবিধ শ্লাঘা
ভয়ংকর ভয় করে, ক্রোধের কুণ্ডলী খোলে সাপ।
ছিন্নমুখ শিকড় শুকায়।
আলগা হয়ে উঠে আসে দাঁত, অপলক পাথরের চোখ,
চুলে চূণ, শ্লথ স্নায়ু, বৈরী অক্ষমতা।
লুম্বিনী উদ্যানে ঝরে দিন, ঝরে রাত্রি, ঝরে যায় পাতা।
কোনো রাত্রি আলোড়িত, রাত্রির রাস্তায়
রেস্তোরাঁ, দোকান বন্ধ, হাসপাতালে আলো।
আর শোনা যায় ঘোড়ার খুরের শব্দ,
দূরের দরজার শব্দ, বন্ধ হয়, খোলে—
কে যায় কে আসে অন্ধকারে !

চিত্রপট

দূর থেকে দেখা যায় ঝিকিমিকি পাহাড়ের চূড়া
রঙে রঙে মনে হয় সে পাহাড় এখনো মায়াবী। বাল্যের বন্ধুরা
স্মৃতির দুর্বল জালে পলাতক মাছ।
মৃত্যু কি হলুদ গান? কামনার রক্তমাখা গাছ
বালুময় নদীর কঙ্কাল। সকালের সাতরঙা রোদ্দুরে
বিচিত্র ফড়িঙ কবে হাওয়ার তরঙ্গে উড়ে উড়ে
ছুঁয়ে গেছে ডালের পল্লব। কত যে বৃষ্টির জলে ভিজে
কী খুঁজেছি সারাদিন মোহময় লজ্জার সেমিজে
দুহাতে চেয়েছি ছিঁড়তে উষ্ণ, অন্ধ ঢেউয়ে
নিখুঁত আয়নায়
বাঁচার বয়েস বাড়ে, ঠিকানা বদলায়।
আকাশও বদলায় রঙ। ছায়ার ছাউনি পড়ে মাঠে
বিকেল গা ধুয়ে এসে পুকুরের সিঁড়িভাঙা ঘাটে
সূর্যাস্তের প্রসাধন মাখে। গুঁড়ো গুঁড়ো ঘড়ির সময়
জমে জমে তাল তাল পল দণ্ড হয়
দিন মাস বছরের স্তূপ। তবু তার ফাঁকে
সকালের পাখি ডাকে, বিকেলের নদী ডাকে
ডাক দেয় অন্ধকার মাঠ
চঞ্চল উৎসুক হাতে রাত্রি খোলে সহস্র কপাট
বসে এসো, শূন্য হাতে তালি দিয়ে এক দুই গুনে
কি হবে রাস্তার মোড়ে একঘেয়ে একস্বর শব্দ শুনে!
ছাই হওয়া আগুনের অলীক ধোঁয়ায়
মৃত্যুর চিৎকারগুলো ঝেড়ে ফেলা যায়

অন্ধকারে। আমরা দু-চোখে দেখি, আমাদের কথা বলাবলি
কেবলি আছাড় খায়। আমরা হেঁটে চলি
গির্জার ঘড়ির সঙ্গে হাতঘড়ি মিলিয়ে
পায়ে পায়ে অন্ধকারে চকমকি জ্বালিয়ে।

আকাশ দুরন্ত নীল। বিশাল বিস্তৃত প্যানোরামা
কতদূর সূচনার সে শুভ্রতা, সমাপ্তির অন্ধকার সীমা
সমুদ্রের সিঁড়ি! উন্মাদ অদৃশ্য জলস্রোত
বন্যায় ভাসিয়ে নেবে কাশগুচ্ছ শৌখিন শরত
আল্পনার পিঁড়ি। ক্লান্ত যুবা কবে
বান্ধবীর হাত ধরে রাস্তা পার হবে
কবে তার চোখের বিস্ময়
বলবে—'আমি প্রয়োজন, অন্য কিছু নয়!'

রাত্রির বারোটা পাখি উড়ে এলো রক্তমাখা গাছে।
স্মৃতি, তুমি খুঁজে দেখো, কোথায় রেখেছ কার কাছে
তোমার ঘরের চাবি? দরজা দুটো খোলো
অন্ধকার প্রবাহিত। দেয়াল হাতিড়ে আলো জ্বালো
কি নাম, কি নাম যেন, কি কথা কি কথা যেন কার
পালিত পেরেক থেকে নিঃসম্বল জিভছোলাটার
ঝুলে থাকা। বাইরে শীতের তাঁবু। বাতাসে হিমের সাদা গুঁড়ি
তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে থাকে টেবিলের রুটিকাটা ছুরি।

তুমি যেন পারো

দাউ দাউ ভোরের পুচ্ছ একগুচ্ছ কৃষ্ণচূড়া ফুল
অগাধ হাওয়ার স্পর্শে দূরতম ক্লান্তির পুতুল
এ ওর দর্পণে চায়, দূরত্ব কাছের সঙ্গী, ডাকে
দর্পিতা তখনো মগ্ন বিপরীত মোহের বিপাকে।

রক্তের আবর্ত ঘরে ; মৃত গাছ, রঙ করা গাছের শরীর
টুকরো টুকরো আলিঙ্গন, নশ্বরতা, বিষাক্ত স্মৃতির
অন্ধকার। দগ্ধ প্রতিজ্ঞার জ্বালা, অতৃপ্তির তুষার অবধি
ক্ষিপ্র ক্ষয়ে শীর্ণ, শুষ্ক, স্বপ্ন, স্মৃতি নদী।

রাস্তার মুখোশ আলো। পরিণাম জল্পনা, কল্পনা
দুপুরে কলের গান, প্রথম লজ্জার কথা বলব কি বলব না
রেস্তোরাঁ তর্কের স্তূপ : অনুকম্পা, প্রেম না বয়স
বালুতে গড়ায় জল ফুটো করা চোখের কলস।

আগুনে পুড়বেই শোক। দুচোখে জ্বলবেই অন্ধকার
মধ্যাহ্নে গ্রীষ্মের তাপে রোদ্দুরের পিঙ্গল পাহাড়
গলিত ধাতুর স্রাবে দূষিত, ধূমল। সময়ের সন্তাপের শস্য
একমুঠো করুণ ধুলো পুড়ে যাওয়া যৌবনের ভস্ম।

বৃষ্টির পায়ের শব্দ নারকোলের থরথরে পাতায়
কামনা জ্যামুক্ত শর, তবু কেন হৃদয়কে [illegible]
কোমল অংশের ধ্যানে ! হে পরমা, নগ্ন, নিত্য, গাঢ়
এ উত্তাপে তুমি যেন এক শীত সেঁকে নিতে পারো।

কালের ছবি

দেয়ালে কালের ছবি। আলমারিতে পরিচ্ছন্ন বই
অ্যালবামে অলীক ফটো। অফুরন্ত একাকার নদী
বিষাদিনী ভালোবাসা। তরঙ্গেরা অগাধ, অথই
জন্মদিন মৃত্যুদিন, অন্তরঙ্গ বিবাহবার্ষিকী

সবই তো স্মৃতির জন্য। আশ্বিনের উলবোনা বিকেলে
গর্হিত আলোয় মগ্ন অক্ষমতা, কলরব, গ্লানি
অন্তরালে অন্ধকার দশমুখে পরিণাম ঢালে
প্রত্যহের জলশব্দ, পাহাড়ের গাঢ় প্রতিধ্বনি।

শিকড়ে কে ঢালবে জল? কারো হাতে প্রতিজ্ঞা, সংকল্প
বন্ধুরা বাড়িতে ফেরে সাঙ্গ করে মোহের উৎসব
বান্ধবীরা কালে ক্ষীণ—যেন কোনো অতীতের গল্প
কেউ ক্লান্ত মেদভার, ব্যবহারে শ্লথ অবয়ব।

জটিল রেখার বৃত্তে চিহ্নিত সময় : অভাবিত আরেক সংজ্ঞার
আসন্ন আগুনে জ্বলবে পাতা ফুল এমন কি স্মৃতি
আবার জ্বালাবে বলে রেখেছিলে যে ক-টি অঙ্গার
আজ তারা একমাত্র, মহিমায় সবচেয়ে কৃতী।

প্রতিবিম্ব

দক্ষিণে নদীর মুখ, উত্তরে পাহাড়
তমস্বিনী প্রতিবিম্ব, বলো তুমি কার ?

বৃষ্টিতে বিস্ময় মুছে অবিরাম অভ্যাসের বোঝা
ঘুরে ঘুরে কত খুঁজব প্রত্যয়ের পিত্তল দরোজা।

কোন পরিমণ্ডলের বায়ু, কোন জল স্থির
নিঃসঙ্গ চোখের শব্দ ধীরে ধীরে মাঠের শিশির।

তরঙ্গ তোমার মুখ, স্মৃতি স্রোত বিষাদিনী জল
দৃশ্যপট দূরে যায়। কোনখানে বিন্দুরা উজ্জ্বল !

ভালোবাসা প্রবাহিণী। গল্প বলো আরেক নদীর
জলের বিস্মিত শব্দ উৎসে আর উপলে অস্থির

যেখানে পাহাড় পীত, পরিণাম অমোঘ বয়সে
হিমের সঞ্চয় যেন অফুরন্ত অন্ধকারে ধ্বসে।

সে এক ইচ্ছার লাফ। প্রতিবিম্ব, তরঙ্গ অতলে
স্মৃতি কার সেতুবন্ধ ? কোনখানে শিলা ভাসে জলে

শুদ্ধ সীমায় যেতে

নিয়নে নিয়নে শহর অন্ধকার
নিয়নে নিয়নে অন্ধকারের আলো—
স্রোতে তরঙ্গে পাথরে ধুলায় কত শোক পার হই
কত কমনীয় মুখের ফাটলে প্রতিবিম্বের শিকড়
খুঁজে খুঁজে খুঁজে মাটিতে কুড়িয়ে পাই
কত আলোকিত মুখের গোধূলি ছায়া।

ভিন্ন স্মৃতির সমারোহ শেষ, ঘুমের মোমের আলো
প্রবাহিত নদী, সুদূর শীতল চোখ
বিঘ্ন বিষাদ চিহ্নিত শাখা, রৌদ্র আবহমান
শুকায় শিকড়, প্রবলতা পীড়া, জাগে লুম্বিনীরাত
পাথরের সিঁড়ি লাফিয়ে লাফিয়ে মর্গের দরজায়
সারারাত জ্বলে শোকের অগ্নিশিখা।

পুরনো পাতাল প্রতিবিম্বিত পলে
পুরনো রাত্রি গলে গলে স্মৃতি, নদী
হেঁটে হেঁটে হেঁটে ক্লান্তিকে পায়ে বেঁধে
আমি নির্জন শোকের পাথরে বসি।
চোখের দুধারে প্রতারণা, সুখ, শোক,
আমি হাত রাখি কোন প্রবাহের জলে!

আড়ালে মগ্ন শূন্য, কাতর বালু
দুরন্ত রেখা সমান্তরাল দ্বিধা—
প্রতিধ্বনির পেছনে পেছনে কারা
গোধূলিছায়ার আলোকিত মুখ খোঁজে
হেঁটে হেঁটে হেঁটে কবে আমি সেই
শুদ্ধ সীমায় যাব !

পরিধি

চোখের পরিধি থেকে অন্তরালে লুকিয়েছ কেন ?
বিয়োগান্ত প্রতিদিন। আবহের সদ্য সজীবতা
সুদূর অর্পিত ইচ্ছা। বেগবান জলের বহতা
নিবে গেছে কত দূরে ? তত দূর অদৃশ্যে নিমগ্ন।
চিহ্নময় সেই আলো, যেখানে যা অবশিষ্ট আছে
ভাঙা টুকরো পোর্সেলিন, আর অন্য প্রতিবিম্ব মেঘে
অসামান্য অধিকার কে দিয়েছে, কে দিয়েছে তাকে
যে নিত্যই অন্তরঙ্গ দ্বন্দ্ব আর সংশয়ের কাছে।

প্রতীতি পাথর তুমি, প্রবাহের নির্গমতা ছোটে
হাত রাখি জলের গায়ে যদি কেউ অন্ধকারে জাগে—
কি বলব জেগে-ওঠা তরঙ্গের স্রোতের গঙ্গাকে ?
বার বাব একই কথা—দুর্গমতা বয়ে যায় মাঠে।
বয়ে যায় স্মৃতি, স্রোত, প্রদোষের নিঃসঙ্গতা, নদী
বয়ে যায় বালু, স্বেদ, অক্ষমতা, দুরান্ত অবধি।

পবিত্র নীলিমা

সজীবতা অরণ্য হরিণ
কিরাতের শরে বিদ্ধ মুখ
হে আমার পবিত্র নীলিমা
হে আমার রোদসী বলয়!

মুখ তোলো মগ্ন বিষাদিনী
জ্বালো তাপ, জ্বালো শুদ্ধ বায়ু
দু-পাশে বিরুদ্ধ ভূমি, শিলা
দু-চোখে ধবল জল, নদী।

কার মায়া নিত্য প্রণয়িনী
কার চোখে পবিত্র নীলিমা
নিরবধি রাত্রির রোদন
শোনো পুঞ্জ নক্ষত্রমণ্ডলী।

শোনো আত্মসহোদরা স্মৃতি
বায়ুহীন বরফের সীমা
দিনে দিনে দিনের বিস্মৃতি
একবিন্দু জলও রাখে না।

মুছে আসে চিত্রকলা মুখ
জলস্রোতে মিলায় মোহিনী
কে তুমি, কে তুমি ছিন্ন ছায়া
অন্যদিকে অন্ধ, পলাতকা।

সজীবতা অরণ্য হরিণ
কিরাতের শরে বিদ্ধ মুখ
হে আমার পবিত্র নীলিমা
হে আমার রোদসী বলয়!

সংলাপ

দূর চিন্তা সতত হৃদয়ে
পূর্বপথ প্রত্নসম, আচ্ছাদিত মুখ
কিংবা স্মৃতি অভিলাষ নিরন্ত বলয়ে
প্রত্যহ প্রভাত রাত্রি, আবর্ত, অসুখ।

প্রতীক্ষা রেখেছি বনে, সংগোপনে
প্রিয় নাম প্রিয় ফুল অপ্রিয় বন্ধুরা
কিছু কিছু উচ্চারিত ইতিবৃত্ত জানে
রাত্রির গলায় ঝরে নক্ষত্রের হীরা।

অভীষ্ট ধূসর দ্বীপ, দূর চিন্তা, দূর দীপাবলী
স্বপ্নে আলোড়িত হয়ে দুঃস্বপ্ন এখন
অগ্নি, বায়ু, অন্ধকার, রাশি রাশি বালি
অশ্রুময়, রক্তময় খণ্ডিতের আত্মার বমন।

উত্থিত ভীষণ শব্দ, নিষ্ফল ইলাহি সমারোহ
শোকাবহ যে নিয়তি নষ্ট দ্যুতিহীনা
সর্বদা নিকটতম, নিত্য অহরহ
সত্তার সমস্ত দানে তাকে শুদ্ধ করা যায় কিনা

একক অথবা যুক্ত, যূথবদ্ধ পরিচালনায়
নিসর্গের কাছে যাই উদ্‌বারিত করি গুহামু
কণ্ঠে সাধি আজন্মের উপলব্ধ দায়
শুশ্রূষা, সিঞ্চন শান্তি, শীতলগ্নে উজ্জ্বল ময়ূখ।

হয়তো এ প্রতিবেশ বিপরীত, প্রতিপক্ষ বাধা
অসেতুসম্ভব নদী, বনরেখা লীন
বৃত্তাকার বলয়ের ক্রূর সেই নদীর বহতা
বেগময় সে তরঙ্গ অতিক্রম অত্যন্ত কঠিন।

আমরা তো দেখবই পথে মৃতচিহ্ন শব
ইতস্তত ভগ্নতার দৃশ্যের প্রহার
দীঘল গাছের ছায়া—সে প্রেতসম্ভব
আমাদের প্রতারিত করবে বার বার।

এ ওর দু-চোখে দেখবে অভিসন্ধি, হননের বিষ
শাণিত প্রবল খড়্গা দুর্গের দেয়ালে
দুর্বোধ রহস্যভূমি, উদভ্রান্ত মহিষ
দশদিকে হিংস্রতার বক্র শিং মেলে।

প্রান্তরে শস্যও শূন্য, আছে প্রতিধ্বনি
গৃহস্থের মগ্ন শান্তি ভাঙে বর্গীরোল
জলোচ্ছ্বাসে রুদ্ধ হয় রৌদ্রের ধমনী
পার্থিব না অপার্থিব আসঙ্গ প্রবল?

নিম্নভূমি ভেসে যায় তমদুষ্ট জলে
ভগ্নচূড়া প্রত্যহের পিত্তল পাহাড়
নৌকোর গলায় ধরে জলধ্বনি চলে
তরপণ্যহীন একা, বিকল্প সাঁতার।

দিনে দিনে মন্দগতি উদ্যমের স্রোত
গ্লানি পাপ অপমৃত্যু সম্ভাবনাময়
চক্রবৃদ্ধি ঋণ বাড়ে, বসন্ত শরত
বয়ে যায় তিথিলগ্ন, নিরন্ত সময়।

দুই

দর্পণে দেখেছি মুখ বারবার আবৃত আলোয়
চূর্ণচূর্ণ রক্তরেখা রুদ্ধ দ্বার পুরী
একাকী ছায়ার সঙ্গী অশ্রু অগ্নিময়
জলেস্থলে অন্তরীক্ষে পাইনি কস্তুরী।

বিলম্বিত দশদিক বিষণ্ণ বলয়
দ্রুত দ্রুততম ক্ষণ অপস্রিয়মান
শুধু বাড়ে দিনে দিনে অমিত অক্ষয়
দৃষ্টির সম্মুখে দূর—তার পরিমাণ।

প্রত্যহ সকাল কাটে অগ্নিময় চোখে
অনিদ্রা আহত রাত্রি ঘুম কাটে দাঁতে
বিস্তীর্ণ মাঠের প্রান্তে একাকীত্ব শোকে
কল্পিত বৃক্ষকে চায় স্বস্তির করাতে।

রেখেছ রৌদ্রের রঙে তবু কিছু পল্লবে মহিমা
ঘুমায় বিকারগ্রস্ত ক্ষণকাল, হয়তো অন্বয়
খুঁজে খুঁজে অন্ধকার, অনাবৃত উৎসমুখ, সীমা
কুটি কুটি করে ছিঁড়বে দুই হাতে কুসুম নিচয়

তার নামে কী প্রতিজ্ঞা, উগ্রতম বিষ
যায় যায় দৃশ্যদীপ ভেসে যায় জলে
সমস্ত আকাশ বাজে—'কে ভালোবাসিস
অন্ধকার খনিগর্ভে রাত্রির অতলে!'

সেই মগ্ন প্রতিচিহ্ন এখনো তো আছে
অবশিষ্ট আবেগের ব্যবহৃত অঙ্গ অগ্নিতপা
একদিন মোহময় সেই মুখপল্লবের কাছে
কেটেছে নিষ্পত্তিলগ্ন, তারাময় তরঙ্গের ক্ষপা।

আর্ত না আত্মীয় আমি বৃত এ মণ্ডলে
মেদমজ্জা রতি কাম স্থূল মাংসভার
রাত্রিদিন অস্থিমালা জ্বলে জ্বলে জ্বলে
আমাদের ইতিবৃত্ত দূরদৃষ্ট নিশ্চল পাহাড়।

ডেকেছে ঝড়ের শব্দ, ডেকেছে তরঙ্গ
ভেসেছি প্রফুল্ল স্রোতে সুকূলের দিকে
আত্মায় বুনেছি আস্থা, আহত প্রত্যঙ্গ
কতবার নিরাময় হয়েছে নিরিখে।

সে বৃক্ষ বেড়েছে শীতে সজল সিঞ্চনে
যুক্ত যৌথ চেতনার নিশ্চিত ধারায়
সহসা অন্তর দৃষ্টি—সে অনুবীক্ষণে
কীটদষ্ট পত্রফুল, ঝরন্ত ছড়ায়।

এ আলয়ে উপনীত কে তুমি আরেক
সহজ সরলরেখা টেনেছিলে হাতে
সেই রাজা, একদিন যার অভিষেক
প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল উৎসবের স্মরণীয় রাতে।

দুর্মর সে অন্বেষণে নক্ষত্র নিবাস
জয়ধ্বনি কলরোল উৎসব আলোকে
আমাদের স্থির স্বপ্ন বিশ্বাসের সত্য প্রতিভাব
সংযুক্ত করেছি লগ্নে সুদুর্লভ সে পক্ষীপালকে।

তারপর? স্থানকাল অন্য এক ছবি
গ্রহান্তে নদীর উৎস, কীর্তিস্তম্ভ কিবা
ফুলে ফুলে পল্লবিত উদ্যান অটবী
বিচ্ছুরিত দিব্যময় আলোড়ন বিভা।

তবু কি বিমুক্ত আত্মা, স্বচ্ছ সারাদেহ
দিকচক্রে অন্ধকার তারার বিন্দুতে
উত্তরে দক্ষিণে কারা, কাছাকাছি কে হে
একবার মণিপদ্ম পারো নাকি ছুঁতে !

একবার হৃদয়ের নীলগুচ্ছ পত্র পুষ্পমণি
তুমি এসো এই লগ্নে, সত্তাময়ী তুমি এসো, তুমি
অন্যথা কী পরিণাম, প্রয়োগের উদ্যত অশনি
পিশাচের গীতবাদ্যে মুখরিত হবে বধ্যভূমি।

সময়

তোমরা সব কেমন হয়ে গেছো
আমরা আর আগের মতো নেই
নষ্ট কেউ, প্রত্যাশিত আজো
বিদ্ধ ঠিক চোখের সামনেই।

ছিন্নশাখা বৃক্ষ বনরাজি
চতুর্দিকে বিরুদ্ধতা, বালি
যে যার ঘরে নেই, আবার আছি
রুদ্ধদ্বার দুহাতে বাজে তালি।

তীর্থবায়ু দূষিত, ভাসমান
আত্মঘাতী কিন্নরের শব
সময় তোলে দুরূহ ব্যবধান
অন্ধকারে অপরিমিত পাপ।

চূর্ণদেহ বিগ্রহের শিলা
অতলমুখ যেন এ পরভূমি
প্রণয় পরিচয়ের স্মৃতি নীলা
ক্লান্তি এক প্রবাহধারা, তুমি।

পাথর জ্বলে, প্রহরমালা গণি—
এ মণ্ডলে কে চায় পশ্চাতে
কেন্দ্র থেকে চ্যুত কেন্দ্রমণি—
রাত্রিদিন অশনি জ্বলে ক্ষতে।

দগ্ধমুখ তোমাকে ফিরে ডাকি
যে যার ঘরে এখনো তবু আছে
সুদূরতম তোমাকে ফিরে ডাকি
শুদ্ধতার দূরত্বের কাছে।

তোমরা সব কেমন হয়ে গেছো
আমরা আর আগের মতো নেই
নষ্ট কেউ, প্রত্যাশিত আজো
বিদ্ধ ঠিক চোখের সামনেই।

মেলায়

মুখের আলোয় মিলি।   অন্ধকারে তারার আগুনে
স্মৃতি টানে, গল্প টানে, অন্তদিন টানে
সত্তার শিকড়ে টান লাগে।
হৃদয়ে থামে না বৃষ্টি, থামে না বাতাস
সিক্ত গাছে পাতাগুলো কাঁপে।
জলের গভীর স্বর কাঁপে।
ডাকাডাকি দূরে কাছে, তাঁবু পড়ে মাঠে
আছি, থাকি, বাঁধি সেতু, ভাসাই পাথর।

কে কোথায় অন্ধকারে, মুখ দেখি ঈষৎ আলোয়
স্মৃতি জালি, গান মেলি।
মিলে মিলে আশ্চর্য মেলায়
খুঁজে দেখি আর কে আছে, কে কে আছে, যাবে
পাহাড়ের উৎস থেকে উৎসারিত নদীর প্রবাহে।

স্মৃতিতীর্থে

নিয়ত নদীর শব্দ, নিঃশ্বাসে যেন বা শুদ্ধ বায়ু :
যায় প্রতিধ্বনি, ফিরে যায় নতমুখ পবিত্র পাহাড়ে
দ্বিতীয় জন্মের জন্য। অতিক্রান্ত সীমা, দূর সময় পরিধি
রক্তে রোল, অশ্রুময় জল, ফুল, স্মৃতি।
দৃষ্টির দেয়ালে এক দিব্যকান্তি আলোড়িত বিভা।
আলোর আরেক নাম, সমুদ্রের প্রবল প্রতিভা
সময় ছাড়িয়ে পথে, অন্য এক সময়ের তীরে
গ্রহের গ্রহণ দেখে গ্রহপুঞ্জ, তারা।
কাছে কোলাহল, ক্লেদ, বিয়োগান্ত শোক
সকালে বিকেলে রাত্রে সজ্জিত সহায়
শঙ্খরাগ, চন্দনপঙ্কের সমারোহ।
বাংলাদেশ, নদীমালা পলিভূমি, ছায়া
ভাটিয়ালি, বাউল বাতাস, কাঁঠালিচাঁপার গন্ধ
মূর্তি, পট, কি এক চোখের দৃষ্টি !
ধাবিত প্রয়াস, শব্দে, প্রতিশব্দে, বিস্ফোরণে ব্যাহত বাধায় ;
ভ্রষ্ট রোদ্দুরে রোদন। প্রতিদিন স্মৃতিতীর্থে মেলা। কবে পল্লবিত হবে
বয়স্ক বুদ্ধির ডালে আবেগের শুভঙ্কর বহুবর্ণ দ্যুতি ?
যেন চিন্তায় চালিত আমাদের কৃতকর্মে
জলেস্থলে অন্তরীক্ষে তারই জন্য জ্বলে
অবিরাম অবিরোধ আমাদের অনন্ত প্রস্তুতি !

প্রতিবেশ

নষ্ট বসতির চিহ্ন চতুর্দিকে :
চতুর্দিকে ব্যবধান, বল্মীক, বিবর
দুর্গম পাথরে নদী, প্রত্যক্ তরঙ্গে স্রোতে, জটিল বিন্যাসে
আবৃত পর্বতমালা, হিমপুঞ্জ নীহারিকা মেঘ
মুখ, বাহু, আলিঙ্গন বিন্দু বিন্দু স্মৃতির শীকর
আবেষ্টনী অন্ধকার গুহা।

বিনষ্ট সহজে, ভিন্ন স্রোতে, বিরুদ্ধতা বায়ু
নিবন্ত নিঃশ্বাস দীর্ঘ, দীর্ঘতম সাপের কুণ্ডলী
পরিতাপ পটভূমি, ভূমিগর্ভে লীন বনচ্ছবি
শবাধার বাহকেরা ক্লান্তগতি লক্ষ্যহীন ভ্রূ
বিশ্রামে বিরক্ত, বন্দী, অসহ্য অক্ষম
উপলে উপলে ক্ষত স্নায়ু ও শিকড়।

উপাসনা গৃহে কিংবা রাত্রির কবরে
ভয়াবহ উপস্থিতি, প্রস্তর পতনধ্বনি, তার প্রতিধ্বনি
প্রশস্ত মেঘের নিচে আলোড়িত ঢেউ
ভাসমান প্রতিবিম্ব, ভাসমান নক্ষত্র তরণী
দৃশ্যহীন ঝড়ে জলে অন্ধকারে জোয়ান বাতাসে।
সে অকূলে কোন আর্ত প্রবাহিণী ডাকে!

চোখে কোনো বৃক্ষ নেই ছায়া কী পল্লব।
দৃষ্টির দিগন্তে বৃষ্টি, অবিচ্ছেদ সেতুর নির্মাণ
ফাটলের শূন্যতায় চোঁয়ায় নিমগ্ন জলধারা।
খণ্ড খণ্ড দীর্ঘ গাছ, ছিন্ন শাখা, নির্বাপিত চোখ
নগ্ন চৈতন্যের ভূমি, চতুর্দিকে বেষ্টিত পরিখা
চতুর্দিকে ভস্ম, ভয়, অবশিষ্ট অঙ্গারের অগ্নিতাপ, শিখা

কেউ পরিচিত মুখ

কেউ পরিচিত মুখ, বন্ধু কি আত্মীয়
ভোরের প্রার্থনা ফুল, বৃষ্টিপাত স্নাত স্মরণীয়
মূল দৃষ্টি মুখের আলোয়।   সে নিঃসঙ্গ মাঠের একাকী।
অথচ আমরা যে নিত্য প্রখর বর্ষণে চোখ রাখি
মুখ রাখি জলের গুহায়।   অভ্যাস অপার শক্তি—
দিনে দিনে অসফল ক্রমশ নিরক্ত
ক্রমশ বধির ক্লান্ত, বিনষ্ট সহজে
প্রত্যহ পাথরে ভোর, ক্যানিংয়ে বজবজে।
আয়নায় আশ্রিত মুখ।   আচ্ছাদিত গোপন প্রসব
আবরণে অন্ধকার, প্রতিধ্বনি, প্রতিবিম্ব, সব
নিয়মিত বৈতালিক, মঞ্চদৃশ্য, আলোয় উজ্জ্বল
আমাদের অগ্নি, বায়ু, তলবর্তী শিকড়ের জল
পল্লব সবুজকান্তি প্রান্তরের গাছে
স্মৃতিগন্ধ অন্ধকারে স্থির শুয়ে আছে
নিষ্পাপ করুণা, শুদ্ধ গানের কুহক।
দু-চোখে বেষ্টিত বৃষ্টি, বিয়োগান্ত শোক।
প্রচ্ছন্ন প্রবল কাণ্ড, হাত বাড়াই শিয়রে সত্তায়
থাকো কাছে থাকো প্রবাহিণী।   চোখের পাতায়
মুখের পল্লবে বুকে উরুবন্ধে ডুবে থাকি তবে
তরঙ্গে আবর্তে স্রোতে অন্তরীপে দ্বিতীয় শৈশবে।

সময়চিত্র

যে সব বন্ধুর সাথে প্রতিদিন দেখা হতো আগে
এখন তাদের ছায়া দূরবর্তী জাদুঘরে যাওয়ার রাস্তায়।
চোখের পাতার রঙে, মুখের মণ্ডলে, অঙ্কিত জটিল দাগ :
'যেখানে ছিলাম আগে, যে রাস্তায় যে বাড়িতে ঘরে
এখন সেখানে নেই'
'এখন যেখানে আছি, যে রাস্তায়, যে বাড়িতে ঘরে
আহত, ধাবিত, নিত্য…'
অন্ধকারে প্রবল গম্ভীর শব্দ অতিকায় গাছ থেকে পড়ে
গড়ায় রোদন প্রতিধ্বনি।
নদীর অতল স্রোতে নৌকোর নিভৃত শব্দ শুনি…
'অদৃশ্য পাথারে যাই
ভেসে যাই নীলরেখা দূরত্বের দিকে'।

চায়ের টেবিলে এক চুম্বক ধাতুর টান :
দু-দিকে দু-জনে বসে, চারদিকে চারজনে।
অসংখ্য উদ্দাম, ক্লিষ্ট, আহত উজ্জ্বল, বিচিত্র আকার নুড়ি
ছড়ানো সৈকতে। ছিন্ন মুক্ত আলোড়নে
অথবা ভীষণ বিদ্ধ কঠিন পাথরে।
সুদূর সময় চিন্তা পরিবৃত পিচ্ছিল পাহাড়।
অথবা এখানে ভবিতব্য অমোঘ সংলাপ।
প্রয়াসে কি প্রতীক্ষায়, বোধবৃত্তি ব্যবহারে
আদিম উদ্যম ইচ্ছা নিয়োজিত করা।
মূলকেন্দ্রে শরবিদ্ধ পাখি
আমাদের সারা গায়ে তার রক্ত, তার অশ্রু, তার শুভ্র শীতল পালক।

বিকেল পেরিয়ে

গ্রীষ্মের ধবল বিকেল পেরিয়ে, সন্ধ্যার প্রচ্ছায়
মাঝে মাঝে আমরা একান্ততার কথা বলি :
কুণ্ডলী পাকানো কতকগুলো চিন্তা বাতাসে কান রেখে
ঘাসের ওপর গা মেলে শোয়।
অন্ধকারের লম্বা আঙুলগুলো আমাদের গায়ে এসে ঠেকে
আমরা টের পাই, আমরা সবই বুঝি
আর জানি।

যদি কোথাও যাওয়া যেত :
এমন সব জায়গা, যেখানে কখনো যাওয়া হয়নি
তাই অভিনব
এমন সব মানুষের সঙ্গে দেখা, যাদের কখনো দেখিনি
তাই আশ্চর্য
শব্দগুলো বাতাসের ওপর হালকাভাবে ভাসে
আর ভেসে ভেসে এমন এক তীরে গিয়ে পৌঁছয়
যেখানে বুকজলে অসংখ্য নৌকো বাঁধা।

কেউ নদী ভালোবাসে, কেউ পাহাড়, কেউ সমুদ্র
কেউ চায় মদ, কেউ মুর্গী, কেউ মেয়েমানুষ :
গ্রাম পেরিয়ে শহর আর শহরের শেষে এক বনভূমি।
সেই বনভূমির গাছগাছালি আর পাখি,
আর ডালে ডালে মৌমাছির চাক।

প্রিয় কোনো প্রতিবিম্বের দিকে ঝুঁকে পড়ে
যেতে যেতে তারপর কি হতো কে জানে ?

দশদিকের পুঞ্জিত শব্দের মধ্যে
আমরা নিমজ্জিত হই।
জলোচ্ছ্বাসে আমরা ডুবি।
পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে
আমরা সেই সব কথা ভাবি
যা হবার নয়।